بسم الله الرحمن الرحيم

⬛ আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য

يّٰمُوْسٰى اِنِّىْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

❝ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। ❞ (সূরা আল ক্বাসাস, আয়াত ৩০)

আল্লাহ তায়ালা হলেন সেই সর্বোচ্চ সত্তা, যিনি এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, এর সবকিছু পরিচালনা করেন এবং উপযুক্ত সময় আসলে সব ধ্বংস করে দিবেন। তিনি সকল ক্ষমতা, জ্ঞান ও পূর্ণতার আঁধার। তিনি সবার উপরে। তাঁর উপরে কেউ নেই।

এই পৃথিবী ও তার বাইরে মহাবিশ্বের কোণায় কোণায় উপস্থিত থাকা অনুপম সৃষ্টিমন্ডল এবং এগুলোর কাঠামোগত বিন্যাস প্রতিনিয়ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক মহাবুদ্ধিমান সত্তা কর্তৃক এগুলো তৈরি হয়েছে। আর সেই সুমহান সত্তাই হলেন আল্লাহ। যার বিবেককে আল্লাহ খুলে দিয়েছেন, সে সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করে সহজেই স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

❝ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর। ❞ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)

وَكَذٰلِكَ نُرِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

❝ এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ৭৫)

নাস্তিকরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে মহাবিশ্বের সবকিছু আপনা-আপনি তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, সেটা কি কখনো সম্ভব? কর্তা ছাড়া কি কখনো কর্ম সম্পাদন হতে পারে? অবশ্যই, পারে না।

বিশেষ করে যখন আমরা নিখুঁত কোনো কারুকাজ দেখি, তখন আমরা বুঝে যাই যে এর পিছনে নিশ্চিত একজন প্রতিভাবান শিল্পী রয়েছেন। তাহলে এই যে, আমাদের শরীরের ভিতরে থাকা অনুপম গঠন; দেহকে সুস্থিত রাখা লক্ষ কোটি রকমারি কোষ; শরীরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা হরমোন মিশ্রিত রক্তের স্রোত— এগুলোর পিছনে কোনো কারিগর থাকবে না, তা কিভাবে হয়? এমন পার্ফেক্ট কোনো রূপ আপনাআপনি অস্তিত্বে আসতে পারে না। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এটা সম্ভব নয়। এজন্য, সৃষ্টির অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন।

اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَيۡرِ شَىۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ

❝ এরা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না এরা নিজেরাই স্রষ্টা? ❞ (সূরা আত-ত্বুর, আয়াত ৩৫)

The Big Bang Theory অনুসারে, আনুমানিক ১৪ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের সমস্ত ভর প্রায় অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু, একটা সময় এটি বিস্ফোরিত হয় এবং ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে আজকের এই মহাবিশ্ব। কিন্তু, প্রশ্ন হলো বিগ ব্যাং এভাবে হটাৎ করে কেন সংগঠিত হলো? কার বল প্রয়োগের ফলে স্থির মহাবিশ্ব গতিশীল হয়ে গেল? প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে আসল? কেন আসল? একজন মহাশক্তিশালী সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিলে খুব সহজেই এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

اِنَّ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الۡاَلۡبَابِ

❝ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী আছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্যে। ❞ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০)

⬛ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য শুধুমাত্র একজনই আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একাই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেন। তিনি একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

❝ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। ❞ (সূরা আল ইখলাস, আয়াত ১)

وَاِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

❝ তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। ❞ (সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৩)

বিশ্বজগৎকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য কেবলমাত্র একজন সৃষ্টিকর্তা বা ইলাহ থাকা অপরিহার্য। যদি একাধিক সৃষ্টিকর্তা থাকত, তাহলে সৃষ্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দিত। এভাবে তারা নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার করত। ফলে, সৃষ্টিজগতের মাঝে এমন নিয়মতান্ত্রিক বহমানতা নষ্ট হয়ে যেত।

وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنۡ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ ۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ

❝ এবং তাঁর সঙ্গে অপর কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। এরা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! ❞ (সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত ৯১)

لَوۡ کَانَ فِیۡہِمَاۤ اٰلِہَۃٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا

❝ যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। ❞ (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ২২)

সুতরাং, বোঝা গেল আল্লাহ একক সত্তা। তিনি তাঁর কর্ম ও গুণাবলিতে শরিক বা অংশীদার হতেও মুক্ত। কেননা, শরিক থাকা অমর্যাদাকর এবং পরিপূর্ণ একত্বের পরিপন্থী।

لَا شَرِیۡکَ لَہٗ

❝ তাঁর কোনো অংশীদার নেই। ❞ (সূরা আনআম, আয়াত ১৬৩)

পাশাপাশি, তিনি পৃথক পৃথক অংশে খন্ডিত হওয়া থেকেও মুক্ত। কেননা, তিনি যদি পৃথক অংশবিশিষ্ট হতেন, তাহলে প্রতিটি অংশ একেকটি স্বতন্ত্র খোদায় পরিণত হত। তখন আর তাঁর একত্ব ভারসাম্যপূর্ণ থাকত না।

খ্রিস্টানরা তাদের 'ত্রিতত্ববাদ' মতাদর্শ তৈরির মাধ্যমে আল্লাহর একত্বের আকিদাকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা বলত, আল্লাহ এক। কিন্তু, তারা এটাও বলত যে সৃষ্টিকর্তা তিনটি অংশে বিভক্ত আর সেই অংশগুলো হচ্ছে পিতা (আল্লাহ), পুত্র (ঈসা মাসীহ) ও পবিত্র আত্মা। আর এই ৩টি পৃথক অংশকেও তারা স্বতন্ত্র খোদা বলত। যদিও তারা মুখে মুখে একত্বের দাবী করত, কিন্তু তাদের আকিদা ছিল স্পষ্ট শিরক!

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

❝ আর বল না, ‘তিন!’ নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। ❞ (সূরা আন নিসা, আয়াত ১৭১)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

❝ নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, ‘আল্লাহ তিনের এক’; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। ❞ (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ৭৩)

পরিপূর্ণ একত্বের জন্য এটাও অপরিহার্য যে, সৃষ্টিকর্তার কোনো পরিবার-পরিজন থাকবে না। অন্যথায়, তো খোদার জাতি হিসেবে তারাও খোদা হয়ে যাবে। যুগে যুগে প্যাগান বা বহুশ্বেরবাদীরা এভাবে দেব-দেবী নামক এক জাতিতে বিশ্বাস করে আসছে। তবে, এসব কল্পনাপ্রসূত ধারণা ব্যতীত কিছু নয়। পরিবার থাকা অবশ্যই একক স্রষ্টার গুণ নয়। তাঁর পরিবার থাকার পিছনে কোনো কারণও নেই। বরং, পরিবার থাকলে তাঁর উচ্চতা ও বড়ত্ব হ্রাস পাবে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ

❝ তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই। ❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ১০১)

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ

❝ ‘তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নাই। ❞ (সূরা আল ইখলাস, আয়াত ৩)

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর একত্ব পরিপূর্ণ। বহুখোদা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনি পৃথক অংশে বিভাজিত হওয়া বা পরিবার থাকা থেকে মুক্ত।

⬛ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা

আল্লাহ তায়ালা নিজে ব্যতীত অস্তিত্বশীল যা কিছু আছে, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তিনি সৃষ্টি করেননি। যদি এমন কিছু থাকত তাহলে তো সেটা আল্লাহর আয়ত্বের বাহিরে গিয়ে নিজেই খোদা হয়ে যেত। কিন্তু, তা সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ

❝ তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী। ❞ (সূরা হাশর, আয়াত ২৪)

সুতরাং, আল্লাহর মাধ্যমেই মহাবিশ্বের সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই মহাবিশ্বে বিদ্যমান সকল পদার্থ, শক্তি, কণা, তরঙ্গ, বিন্যাস, গঠন, স্থান, কাল, দিক, মাত্রা, ধরণ, অবস্থা, প্রকার, পর্যায়, প্রক্রিয়া ইত্যাদি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি মাখলুকের সকল বৈশিষ্ট্য ও কর্মের স্রষ্টাও তিনিই।

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

❝ তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। ❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ১০১)

مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

❝ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন.. ❞ (সূরা আর রুম, আয়াত ৮)

উক্ত আয়াত দুটি থেকে মহাবিশ্বের সবকিছুই মাখলুক হিসেবে প্রমাণিত হয়, তা যাই-ই হোক।

خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

❝ আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। ❞ (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৯)

এ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, সৃষ্ট বস্তুর একসময় কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পদার্থ হোক বা শক্তি, কণা হোক বা তরঙ্গ; কিছুই ছিল না। আল্লাহই সবকিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

❝ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। ❞ (সূরা আল মুলক, আয়াত ২)

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

❝ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র। ❞ (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৩৩)

এখানে আল্লাহ জীবন, মৃত্যু, রাত্রি, দিবসকে মাখলুক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যা থেকে বোঝা যায় যে, বান্দার কর্ম ও বৈশিষ্ট্য এবং এর সাথে অন্যান্য যেসকল বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট, সেগুলোও মাখলুক। হতে পারে সেটা কোনো পর্যায়, প্রক্রিয়া, ধরণ বা অবস্থা।

অনেক মুসলিম ভালো-মন্দ উভয়কে আল্লাহর সৃষ্টি বলতে ইতস্তত বোধ করেন। কেউ কেউ তো এভাবে ব্যাখা করেন যে, আল্লাহ শুধু ভালো

বৈশিষ্ট্যগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং ভালোর অনুপস্থিতিই হলো মন্দ। কিন্তু, আলোর অনুপস্থিতিকে আবার অন্ধকার বলা হয় আর কুরআন দুটোকেই মাখলুক হিসেবে উল্লেখ করেছে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوۡرَ

❝ সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। ❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ১)

এখানেও একই কথাই প্রযোজ্য হবে। আর সেজন্য, ভালো-মন্দ সবকিছুকেই আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তাছাড়া, মন্দের স্রষ্টা তো হওয়া দোষের কিছু নয়। দোষ হলো মন্দ অর্জন করা। এটা মাথায় রাখতে হবে যে, আল্লাহ মন্দের স্রষ্টা হলেও তিনি মন্দের প্রতি সন্তুষ্ট নন। তিনি মন্দ সৃষ্টি করেছেন আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য।

⬛ আল্লাহ অনাদি ও অনন্ত

আল্লাহ তায়ালা হলেন অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ, তিনি আদিহীন ও অন্তহীন সত্তা। তাঁর কোনো শুরু বা শেষ নেই; জন্ম বা মৃত্যু নেই; সৃজন বা বিনাশ নেই; গড়ন বা ভাঙন নেই। তিনি শ্বাশত, চিরঞ্জীব। তিনি চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। সবকিছুর পূর্ব থেকেই তিনি আছেন এবং সবকিছুর পরেও তিনি থাকবেন।

ہُوَ الۡاَوَّلُ وَالۡاٰخِرُ

❝ তিনিই শুরু, তিনিই শেষ। ❞ (সূরা আল হাদীদ, আয়াত নং ৩)

وَتَوَکَّلۡ عَلَی الۡحَیِّ الَّذِیۡ لَا یَمُوۡتُ

❝ তুমি নির্ভর কর তাঁর ওপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরিবেন না। ❞ (সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৫৮)

كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجۡهَهٗ

❝ সবকিছুই ধ্বংসশীল, শুধুমাত্র আল্লাহর চেহারা ব্যতিক্রম। ❞ (সূরা কাসাস, আয়াত ৮৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "(সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো কিছুই ছিল না।" (সহিহুল বুখারী, হাদিস নং ৭৪১৮)

যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, তাকে তো অবশ্যই সর্বকালের জন্য অস্তিত্বশীল থাকতে হবে। তিনি সর্বোচ্চ সত্তা। তাঁর সৃষ্টি বা ধ্বংসের কারণ হতে পারে এমন কিছুই তো নেই। তাছাড়া, শুরু বা শেষ তো তার থাকে যে সময়ের অধীনে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সময়ের অধীনে নন, বরং সময় তাঁর অধীনে। সুতরাং, তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন ও অনস্তিত্ব অসম্ভব।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে সাথে তাঁর সকল গুণাবলীও অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ, এসকল গুণে আল্লাহ অনাদিকাল হতে গুণান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত গুণান্বিত থাকবেন। তাঁর এসকল গুণের মাঝে কিছু বৃদ্ধিও পায় না এবং কিছু হ্রাসও পায় না।

কেননা, আল্লাহর সিফাতসমূহ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক কিছু নয়। তিনি নিজে চিরন্তন হলে তাঁর গুণাবলীও চিরন্তন হবে। মুতাযিলা নামক এক বাতিল ফিরকা আল্লাহর সিফাতসমূহকে সৃষ্ট ও নশ্বর মনে করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের এই আকিদা অনুযায়ী আল্লাহ অপূর্ণ, অক্ষম, পরিবর্তনশীল ও নির্ভরশীল সত্তা সাব্যস্ত হন; যা গোমরাহি।

ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, “তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, স্বীয় নাম ও গুণসহ। কোনো নতুনত্ব নেই তাঁর নামে ও গুণে।... আর তাঁর গুণাবলি চিরন্তন, শাশ্বত ও অবিনশ্বর। সুতরাং যে বলে এগুলো সৃষ্ট অথবা নশ্বর অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশে চুপ থাকে অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করে, সে তো অস্বীকার করে আল্লাহ তায়ালাকেই।” (আল ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩১-৩২)

ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন, “তিনি সৃষ্টির পূর্ব থেকেই স্বীয় গুণাবলির সাথে বিদ্যমান ছিলেন। সৃষ্টির পরে তাঁর গুণাবলির মাঝে নতুন কোন গুণ বৃদ্ধি পায়নি। তিনি স্বীয় গুণ নিয়ে যেমন অনাদি তেমনি সেগুলো নিয়ে অনন্ত হয়ে থাকবেন।” (আল আকিদাতুত ত্বহাবী, পৃঃ ১১, আকিদা নং ১৩)

সুতরাং, আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং তাঁর সকল সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি অসৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

⬛ আল্লাহ দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র

আল্লাহ তায়ালার সকল গুণাবলী পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। মাখলুকের গুণাবলীতে নানা দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। এজন্য, যেসকল বৈশিষ্ট্য দোষ বা ত্রুটি নির্দেশ করে, সেগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমনঃ কষ্ট, দুর্বলতা, মন্দত্ব, ক্লান্তি, ভুল, অক্ষমতা, স্মৃতিহানি, তন্দ্রা, নিদ্রা, সীমায়িত হওয়া, প্রভাবিত হওয়া, মিথ্যা বলা, জুলুম করা ইত্যাদি থেকে আল্লাহ পবিত্র।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

❝ যত সব মন্দ বিষয় তাদেরই মধ্যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী আল্লাহ তাআলারই আছে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ❞ (সূরা আন নাহল, আয়াত ৬০)

وَيَجۡعَلُوۡنَ لِلّٰهِ مَا يَكۡرَهُوۡنَ

❝ যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। ❞ (সূরা আন নাহল, আয়াত ৬২)

سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوۡلُوۡنَ عُلُوًّا كَبِيۡرًا

❝ তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং এরা যা বলে তা হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। ❞ (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ৪৩)

যে সত্তা এই সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ সত্তা এবং সকল কিছুর মালিক; তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্যই দোষ-ত্রুটি থাকা সম্ভব নয়। এমনটা হলে, তাঁর অন্যান্য গুণাবলির সাথে বৈপরত্য দেখা দিবে। তিনি নিজে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র বলেই আমাদের মাঝে এসব সম্পর্কে অপ্রিয়তা ও নিম্নতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রেখেছেন; যাতে আমরা তাঁকে চিনতে পারি।

قَالَ اَفَتَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُكُمۡ شَيۡـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمۡ

❝ ইব্রাহীম বলল, ‘তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ‘ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?’ ❞ (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৬৬)

اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِىۡ عَنۡكَ شَيۡـًٔا

❝ যখন সে (ইব্রাহীম) তার পিতাকে বলল, ‘হে আমার পিতা! তুমি তার ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেই আসে না?’ ❞ (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৪২)

সুতরাং, দোষ-ক্রটি হিসেবে বিবেচ্য এমন কোনো কিছু আল্লাহর গুণ হিসেবে গৃহিত হবে না। কুরআন ও হাদিসে যদি আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যার অর্থ বাহ্যিকভাবে দোষ-ক্রটি নির্দেশ করে। তাহলে বুঝতে হবে যে এটি বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য হবে না; বরং রূপক অর্থে প্রযোজ্য হবে। প্রয়োজন মনে হলে আমরা সেটার তফসির দেখে নিতে পারি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এগুলো পড়েই মূল উদ্দেশ্য বুঝে ফেলা সম্ভব হয়।

⬛ আল্লাহ বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। বিশ্বজগতের কোনোকিছুর প্রতি তাঁর বিন্দু পরিমাণ চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা নেই। কোনোকিছু তাকে প্রভাবিত বা আয়ত্তাধীন করতে পারে না।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

❝ আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। ❞ (সূরা ইখলাস, আয়াত ২)

وَاللّٰهُ الۡغَنِىُّ وَاَنۡتُمُ الۡفُقَرَآءُ

❝ আর আল্লাহই ধনী বা অমুখাপেক্ষী এবং তোমরা দরিদ্র বা মুখাপেক্ষী। ❞ (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৩৮)

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ

❝ নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী। ❞ (সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৬)

মাখলুকের অস্তিত্বের জন্য খাদ্য, সাহায্য, অংশীদার, বিশ্রাম, বাসস্থান, সময় ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু, আল্লাহ এসব ছাড়াই অস্তিত্বশীল। তিনি সৃষ্টিজগৎ থেকে স্বীয় সত্তার জন্য কোনোকিছু গ্রহণ করেন না। কেননা, এসবের প্রতি তাঁর প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং, সবার প্রয়োজন তো তিনিই পূরণ করেন।

وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُ

❝ তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না। ❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ১৪)

আল্লাহ হলেন পরিপূর্ণ সক্ষম স্রষ্টা, যিনি সবকিছুর পূর্ব থেকেই আছেন এবং সবকিছুর পরেও থাকবেন। এজন্য, তিনি অবশ্যই তাঁর সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী হবেন। যদি এগুলোর প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা থাকত তাহলে তো আর তিনি সক্ষম চিরবিরাজমান সত্তা হতে পারতেন না।

وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ

❝ এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। ❞ (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ১১১)

পাশাপাশি, কোনো সৃষ্টির মাঝেও এত ক্ষমতা নেই যে সে তাঁর প্রতিপালককে প্রভাবিত করতে পারে। তাছাড়া, মুখেপেক্ষীতা বা প্রয়োজন ত্রুটিও বটে। এজন্য, সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই এসব থেকে পবিত্র হবেন।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী সত্তা হিসেবে উল্লেখ করে। এছাড়া প্রায় অন্য সকল ধর্ম তাদের খোদাকে কোনো না কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী বানিয়ে নিয়েছে। হতে পারে সেটা

খাদ্য, বিশ্রাম, সাহায্য বা বাসস্থান। ইসলামের মধ্যে সৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকাও আল্লাহর সত্তাকে বাসস্থানের মুখাপেক্ষী বানিয়ে নিয়েছে।

মুতাজিলা ও জাহমিয়ারা হিন্দুদের মত আল্লাহকে সৃষ্টিজগতের সকল স্থানে ও সকল দিকে সত্তাগতভাবে বিরাজমান মনে করে। তাদের মতে, আল্লাহ সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন এবং সবখানে ছড়িয়ে আছেন। অপরদিকে, কাররামিয়া ও হাশাবীরা ইহুদীদের মত আল্লাহকে আসমানে বা আরশে বা উপরের দিকের নির্দিষ্ট স্থানে সত্তাগতভাবে অবস্থানরত মনে করে। তাদের মতে, আল্লাহ সীমাযুক্ত ও ৬টি দিক দ্বারা আবদ্ধ।

কিন্তু, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো আল্লাহকে কোনো স্থান বা কাল বেষ্টন করতে পারেনা। কেননা, এগুলোও মাখলুক আর আল্লাহ তা থেকে অমুখাপেক্ষী।

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

❝ মূসা বলল, ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝতে !’ ❞ (সূরা আশ শুআরা, আয়াত ২৮)

সুতরাং আল্লাহ সকল স্থান ও ছয়টি দিক সৃষ্টির পূর্বে যেভাবে স্থান ছাড়া অস্তিত্ববান ছিলেন, এখনো সেভাবেই আছেন। তিনি সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক, Space-time এর কন্সেপ্ট থেকে বহু উর্ধ্বে। তিনি না'ই কোনো স্থানে থাকেন এবং না'ই তাঁর উপরে সময় কোনো প্রভাব ফেলে। মাখলুকের থাকার জন্য জায়গা ও সময় প্রয়োজন হয়, কিন্তু আল্লাহ এসব ছাড়াই অস্তিত্বশীল।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, “যে ভাবে আমাদের ইলাহ কোন স্থানে সীমাবদ্ধ সে একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য স্রষ্টার ব্যাপারে অজ্ঞ!” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড ১, পৃঃ ৭৩)

ইমামে আজম আবু হানীফাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০হি.) ‘আল্লাহ কোথায়?’ — এই প্রশ্নের জবাব হিসেবে বলেন, “যখন কোনো স্থানই ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে তিনি ছিলেন। তিনি তখনো ছিলেন, যখন ‘কোথায়’ বলার মতো জায়গা ছিল না, কোনো সৃষ্টি ছিল না এবং কোনো বস্তুই ছিল না। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।” (আল ফিকহুল আবাসাত, পৃঃ ৫৭)

ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন, “সৃষ্টি বস্তুর ন্যায় ছয়টি দিক (তথা অগ্র, পশ্চাৎ, ডান, বাম, উপর, নিচ) তাঁকে বেষ্টন করতে পারেনা।” (আকিদাতুত ত্বহাবী, পৃঃ ২২, আকিদা নং ৩৯)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেন, “সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার যার কোন সীমায়িত সীমা নেই যে তিনি পরিবেষ্টিত হবেন, তার কোন নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল নেই যে তিনি শেষ হয়ে যাবেন। কোন স্থান তাকে বেষ্টন করতে পারে না এবং কোন সময়ের ধারাবাহিকতা তাঁর উপর চলমান হয়না।” (কিতাবুস সিকাত, ১/১)

এটা সত্য যে, বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন স্থানকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে এগুলো বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ হবে না। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত এগুলো বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুটি পন্থা অবলম্বন করেন।

১) তাফউইদ করা অর্থাৎ, এসমস্ত আয়াতের উপরে বিশ্বাস রেখে তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহর জ্ঞানের প্রতি ন্যস্ত করা। এমন বলা যে, “এগুলোর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখা আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি যেভাবে বলেছেন, আমরা এগুলো সেভাবেই বিশ্বাস করি।” এটা অধিকাংশ সালাফদের মাযহাব ও সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। কেননা, এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

২) তাউঈল করা অর্থাৎ, আরবি শব্দের প্রচলন, প্রসঙ্গত রূপক অর্থ ও কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাহায্যে আল্লাহর শান অনুযায়ী ব্যাখা করা। ইমামগণের প্রসিদ্ধ ব্যাখা অনুযায়ী, আল্লাহ সকল দিকে বা সর্বত্র বিরাজমান তাঁর প্রভুত্ব, জ্ঞান, দৃষ্টি ও শ্রবণ দ্বারা; আকাশে বা আরশের উপরে আছেন তাঁর ক্ষমতা, রাজত্ব, পবিত্রতা ও মর্যাদা দ্বারা এবং প্রথম আসমানে তাঁর রহমত, নির্দেশ ও ফেরেশতা অবতরণ করে। তবে, অস্পষ্ট সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে তাউঈলকে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা যাবেনা। বরং, মনে করতে হবে যে এটি একটি সম্ভাব্য ব্যাখা।

অতএব, আল্লাহকে স্থান-কালের বন্ধন থেকে মুক্ত হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তবে, কুরআনে যেসমস্ত অস্পষ্ট আয়াত আছে যা বাহ্যিকভাবে কোনো স্থানে থাকা বোঝায়, সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহকে মুক্ত মনে করতে হবে। তবে, এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে এবং আল্লাহর গুণ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে, আমরা এগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ কী — সেটা আল্লাহর জ্ঞানের উপর ছেড়ে দিব। তবে, যদি কেউ এগুলো দিয়ে সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তখন ইমামগণ যে ব্যাখা দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

এটা একটি সুসাব্যস্ত আকিদা যে, আল্লাহ জায়গা ও সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত। এর উপরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা রয়েছে। তিনি সত্তাগতভাবে কোনো স্থানে থাকেন না, কোনোকিছুর ভিতরেও নন, বাইরেও নন। তাঁর জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট। অস্তিত্বের জন্য আমাদেরকে কোনো জায়গায় থাকতে হয়; কিন্তু তিনি এসকল প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত।

⬛ আল্লাহর কোনো সদৃশ নেই

এই সৃষ্টিজগতের কোনোকিছুই আল্লাহর মত নয়। তিনি সকল প্রকার সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির অনুরূপ কিছুই নেই। সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও তাঁর বৈশিষ্ট্যের মাঝে কোনো মিল নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ

❝ কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। ❞ (সূরা আশ শূরা, আয়াত ১১)

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ

❝ সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির কর না। ❞ (সূরা আন নাহল, আয়াত ৭৪)

আল্লাহর মত কেউই নেই। থাকা সম্ভবও না। কেননা, তিনি স্রষ্টা ও বাকিসব সৃষ্টি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার গুণাবলি কখনো এক হতে পারেনা। সৃষ্টির প্রতিটি গুণাবলিতে অপূর্ণতা ও নশ্বরতার ছাপ বিদ্যমান। অপরদিকে স্রষ্টার গুণাবলি পূর্ণ ও অবিনশ্বর।

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ

❝ সুতরাং যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মত, যে সৃষ্টি করে না? ❞ (সূরা আন-নাহল, আয়াত ১৭)

পরিপূর্ণ একত্বের জন্য এটা আবশ্যক যে আল্লাহ অতুলনীয় হবেন। স্রষ্টা সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হবেন — এমনটা তাঁর শানের সাথে যায় না। স্রষ্টাকে অবশ্যই সৃষ্টি থেকে অনেক উচ্চ স্তরের হতে হবে। আর স্তরগত এই উচ্চতা এতই বেশি যে কোনো মাখলুকের সাথে তাঁর বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য থাকা সম্ভব নয়।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

❝ এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নাই। ❞ (সূরা আল ইখলাস, আয়াত ৪)

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا

❝ তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও জান? ❞ (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৬৫)

সুতরাং, তিনি তুলনাহীন। মাখলুকের কোনো নশ্বর বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমনঃ দেহ, গঠন, আকার, আকৃতি, পরিবর্তন, উপকরণ, পরিমিতি, রঙ, তাপ, গন্ধ, স্বাদ, কম্পন, নড়াচড়া, ওঠাবসা, সীমাবদ্ধতা, বংশবিস্তার ইত্যাদি থেকে আল্লাহ পবিত্র।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লাহ তায়ালাকে দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, আকার-আকৃতি, শারিরীক গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। কেননা, এগুলো থাকার জন্য Dimension (মাত্রা) ও পরিমিতি থাকা অপরিহার্য, যা সৃষ্টির নশ্বর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালাই তাঁর মাখলুকাতের মাঝে এসকল বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন।

الَّذِىۡ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ وَالَّذِىۡ قَدَّرَ فَهَدٰى

❝ যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুগঠিত করেছেন। এবং যিনি পরিমিতি দিয়েছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন। ❞ (সূরা আ'লা, আয়াত ২-৩)

মুজাসসিমা নামক এক ভ্রান্ত ফেরকা আল্লাহ তায়ালাকে সাকার দেহধারী হিসেবে বিশ্বাস করে। বর্তমানে আহলে হাদিস নামধারীদের অনেকেই একই আকিদা প্রচার করছে। কিন্তু, এটি পথভ্রষ্ট আকিদা ছাড়া কিছু নয়।

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়ে এই উম্মাতের একদল কুফরীতে ফিরে যাবে। তারা তাদের স্রষ্টাকে অস্বীকার করবে। তাঁকে তারা দেহ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আখ্যায়িত করবে।"(নাজমুল মুহতাদী ওয়া রাজমুল মু'তাদী, ৫৮৮পৃ.)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) মুজাসসিমা মতবাদের প্রতিবাদ করে বলেন, “নিশ্চয়ই বিভিন্ন বস্তুর নাম শরীয়ত এবং ভাষাতত্ব থেকে নেয়া হয়। ভাষাতত্ত্ববিদরা এই সমস্ত শব্দ (দেহ বুঝায় এমন শব্দ) কে প্রনয়ণ করেছেন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা, গঠন, আকার-আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুর জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এসব আকার-আকৃতি ও দৈহিক অবয়ব থেকে মুক্ত। সুতরাং দেহ, আকার-আকৃতি বুঝায় এমন শব্দ আল্লাহ তায়ালার শানে প্রযোজ্য হবেনা। যেহেতু তিনি দৈহিক অবয়ব বুঝায় এমন অর্থ থেকে মুক্ত। এবং শরীয়াতেও মহান আল্লাহকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় নি। তাই মহান আল্লাহ তায়ালার শানে দেহবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ বাতিল ও ভ্রান্ত ধারণা।” (আল আকীদাহ ১/১১১ আবু বকর খল্লালের রিওয়ায়েত, ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল ৪৭পৃ.)

ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হিসেবে উল্লেখ করেন, “আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, (দৈহিক) উপকরণ থেকে পবিত্র।” (আকিদাতুত ত্বহাবী, পৃঃ ২২, আকিদা নং ৩৯)

বিভিন্ন আয়াতে ও হাদিসে আল্লাহর ক্ষেত্রে হাত, পা, চোখ, চেহারা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে এগুলো শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, বরং ধরণহীন গুণাবলী যার বাস্তবতা তিনিই ভালো জানেন। তবে, কিছু আয়াত ও হাদিসে এগুলো যে রূপক অর্থে এসেছে তা অনেকটাই বোধগাম্য।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে বিভিন্ন শক্তি, বাতাস, তড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্র, সময় ইত্যাদিরও তো কোনো আকার-আকৃতি নেই। তাহলে আল্লাহ কি তাদের সাথে তুলনীয় হয়ে গেলেন? (নাউযুবিল্লাহ!) যদিও এসকল মাখলুককে বাহ্যিকভাবে নিরাকার মনে হয়, তবুও এগুলোর একটি অদৃশ্য সীমারেখা আছে। কিন্তু, আল্লাহর ক্ষেত্রে সেটাও নেই। সুতরাং, তাঁকে এইসকল সৃষ্টির মত মনে করার সুযোগ নেই।

আমরা আল্লাহকে সৃষ্টির সকল নশ্বর ও অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করব। সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সকল গুণাবলী থেকে আল্লাহকে পবিত্র মনে করব।

⬛ আল্লাহ অবোধগাম্য, অকল্পনীয় ও অতিন্দ্রীয়

আল্লাহ তায়ালাকে বোঝার মত ক্ষমতা আমাদের মস্তিষ্কের নেই। আল্লাহ তায়ালার মাঝে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমাদের কল্পনা কখনোই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছুতে পারে না। কোনো ধরণ দ্বারা তাকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়।

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا

❝ এবং তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। ❞ (সূরা ত্বহা, আয়াত ১১০)

মানুষের বোধ-বুদ্ধির একটি সীমা রয়েছে। কল্পবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যদি দেখি, তাহলে আমরা 3rd dimension পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম। এর উপরে কী থাকতে পারে, সেটা কখনোই আমাদের দ্বারা পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। তাহলে আমরা সেই সত্তাকে কীভাবে বুঝব যিনি সকল dimension এর স্রষ্টা?

আমরা মনে মনে অনেক অবাস্তব কিছু কল্পনা করতে পারি। কিন্তু, এই কল্পনার উপকরণগুলোও কোনো না কোনোভাবে আমাদের বাহ্যিক জগতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। আর তাই, আমাদের চিন্তাভাবনারও একটা সীমারেখা আছে। যেটার ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা বা ধারণা নেই সেটা আমরা কল্পনা করতে ব্যর্থ। ঠিক যেভাবে জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনো দৃশ্য কল্পনা করতে পারে না, কারণ দৃশ্য সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

সুতরাং, মহান আল্লাহ, যার সাথে কোনোকিছুর কিঞ্চিৎ পরিমাণও সাদৃশ্য নেই, তাঁকে কল্পনা করা অবশ্যই আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আমাদের মস্তিষ্ক তো এতই দুর্বল যে আখিরাতের অনেক বিষয়াদিও পুরোপুরি কল্পনায় আনতে পারে না, যদিও তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এবং দুনিয়াবি বস্তু সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আর আল্লাহ তো অতি সূক্ষ্ম, পঞ্চইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাহিরে।

আল্লাহ বলেন, ❝আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে মানুষের মনে কোন ধারণাও জন্মেনি।❞ (সহিহুল বুখারী, হাদিস নং ৩২৪৪)

لَا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ

❝দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত।❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ১০৩)

সুতরাং, আমাদের মনে আল্লাহ সম্পর্কে যদি কোনো চিন্তা ভেসে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর হাকিকত এমন নয়। কেননা, আমদের কল্পনা কখনোই তাঁর নাগাল পেতে পারে না। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় যত ধরণ আয়ত্ত করতে পারে, তার কোনোটিই আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য সালাফে স্বলেহীন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিকে بلا كيف বা 'ধরণহীন' বলতেন।

ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, "সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর শাশ্বত গুণ, যা ধরণহীন।" (আল-ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩৫)

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর হাত তাঁর গুণ এর কোনো ধরণ নেই। এমনিভাবে রাগ-অনুরাগও তাঁর দুটি সিফাত। এরও কোনো ধরণ নেই।" (আল-ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩৪)

ইমামু দারিল হিজরা মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭৯ হি.)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, "হে আবু আব্দুল্লাহ, ❝আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন।❞ (সূরা ত্বহা, আয়াত ৫) কীভাবে সমুন্নত হয়েছেন?"

জবাবে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন, তিনি যেভাবে নিজের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। বলা যাবে না 'কীভাবে?'। কেননা, ধরণ তার থেকে মুক্ত।" (আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃঃ ৩৭৯; সনদ সহীহ)

সুতরাং, যারা বলে আল্লাহর ধরণ আছে কিন্তু তা আমাদের জানা নেই — তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, ধরণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। আর আল্লাহ তা নন। সেজন্য, আল্লাহর ক্ষেত্রে জানা-অজানা কোনো ধরণই সাব্যস্ত করা যাবেনা।

⬛ আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান

আল্লাহ সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী। সৃষ্টিজগতের উপর তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি পারেন না এমন কিছুই নেই। আর থাকবেই বা কিভাবে? সবকিছুকে যে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অধীনেই সবকিছু। সুতরাং, সকল বিষয়ের উপরে তাঁর সর্বময় ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠিত।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

❝ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ❞ (সূরা বাকারা, আয়াত ২০)

وَہُوَ الۡعَلِیۡمُ الۡقَدِیۡرُ

❝ তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ❞ (সূরা আর রুম, আয়াত ৫৪)

যদি আল্লাহকে সৃষ্টির উপর সকল ক্ষমতার অধিকারী না বলা হয় সেক্ষেত্রে তাঁর উপর অক্ষমতার প্রশ্ন আরোপিত হবে। আর সৃষ্টির পক্ষে স্রষ্টার অক্ষমতার কারণ হওয়া অসম্ভব।

وَمَا كَانَ اللّٰہُ لِیُعۡجِزَہٗ مِنۡ شَیۡءٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الۡاَرۡضِ

❝ আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। ❞ (সূরা ফাতির, আয়াত ৪৪)

আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ কুদরতের মালিক। তাঁর ক্ষমতা অসীম, অনন্ত। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। কোনোকিছুই তার ক্ষমতার বাইরে নয়।

এপর্যায়ে এসে হিন্দু ও খ্রিস্টানরা একটি প্রশ্ন করতে পারে। আল্লাহ যদি সবকিছুই করতে পারেন, তাহলে কি তিনি মানুষ হিসেবে জন্মাতে পারেন না? প্রশ্নটা ভারী অযৌক্তিক। তিনি যদি মানুষ হিসেবে জন্মান তাহলে তো তিনি আর স্রষ্টাই থাকবেন না। কেননা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার গুণাবলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত। বিপরীত গুণাবলি কখনো এক হয়, এমনটা ভাবাও অযৌক্তিক। কেউ কি একই সাথে লম্বা ও খাটো হতে পারে? পারে না। একইভাবে কোনো সত্তা একইসাথে মানুষ ও স্রষ্টা হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু, তিনি কখনো তাঁর সুন্নাহ বা ধর্ম বিরোধী কোনো কাজ করেন না। অন্যথায়, তিনি দোষ-ত্রুটি থেকে পুরোপুরি পবিত্র হতেন না। ফলে, তাঁর মর্যাদা কমে আসত এবং বান্দারা স্রষ্টার উপর থেকে আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলত।

জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য এটাই মানানসই যে, তিনি তাঁর স্বীয় গুণাবলিতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, কখনো পরিবর্তিত হবেন না। যিনি সময়ের উর্ধ্বে, তিনি তো অপরিবর্তনীয়ই হবেন।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلً

❝ তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। ❞ (সূরা আল ফাতহ, আয়াত ২৩)

⬛ আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক

এই মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে যা কিছু রয়েছে, যা কিছু ঘটছে, তার সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে ইচ্ছামত সকল কার্য ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না।

وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ

❝ এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? ❞ (সূরা ইউনুস, আয়াত ৩১)

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

❝ তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। ❞ (সূরা আদ দাহর, আয়াত ৩০)

বিশ্বজগতের নিয়মশৃঙ্খলা প্রমাণ করে যে কোন এক মহান সত্তা একাই সব নিয়ন্ত্রণ করছেন। যেহেতু, সবকিছু আল্লাহর অধীনস্থ এবং আল্লাহ সবকিছুর উপর সবরকমের ক্ষমতা রাখেন; তাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রকও অবশ্যই তিনিই হবেন। অন্যথায়, আল্লাহর ক্ষমতা ও বান্দার অধীনস্থতা

নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পাশাপাশি পূর্বেই আমরা জেনে এসেছি যে, মাখলুকের কর্মের স্রষ্টাও আল্লাহ। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মাখলুকের কর্মসমূহ সংঘটিত করেন।

তাছাড়া, মানুষের বিবেকের কাছে এটা পরিষ্কার যে যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকও হবেন। আর প্রতিপালক হিসেবে তিনি আমাদেরকে নিয়ামত প্রদান করেন, দোয়া কবুল করেন, সাহায্য করেন, শাস্তি দেন ইত্যাদি। তবে, এগুলো সংগঠিত হয় বিভিন্ন বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা। যা থেকে বোঝা যায় যে, সবকিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে।

قُلۡ مَنۡ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ

❝ বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'আল্লাহ'। ❞ (সূরা আর রা'দ, আয়াত ১৬)

সুতরাং, যা কিছু হয় সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এজন্য যদি আমাদের সাথে ভালো কিছু ঘটে তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করব। আর যদি খারাপ কিছু ঘটে তাহলে সেটাকে আল্লাহর পরীক্ষা ভেবে ধৈর্য্যধারণ করব এবং ক্ষমা প্রার্থনা করব।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, সব যদি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়; তাহলে, সকল গুনাহও তো আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। তাহলে সেগুলোর জন্য আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিবেন কেন? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার ৩টি বিষয় ভালোভাবে বুঝলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

১) আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টি এক নয়। সুতরাং, আল্লাহ কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন তাঁর অর্থ এই নয় যে তিনি এই কাজের উপর সন্তুষ্ট বা এই কাজকে ভালোবাসেন।

وَاِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَۃً قَالُوۡا وَجَدۡنَا عَلَیۡہَاۤ اٰبَآءَنَا وَ اللّٰہُ اَمَرَنَا بِہَا ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।’ বল, ‘আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?’ (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ২৮)

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, “যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নির্দেশে, তাঁর ভালোবাসায়, তাঁর সন্তুষ্টিতে, তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর ফয়সালায় ও তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়। আর যাবতীয় পাপ সংঘটিত হয় তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ফয়সালায়, তাঁর নির্ধারণ অনুসারে; কিন্তু, তাঁর ভালোবাসায় নয়, তাঁর সন্তুষ্টিতে নয় এবং তাঁর নির্দেশেও নয়।” (আল ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩৭)

২) কাদরিয়াদের আকিদা হলো বান্দা পুরোপুরি স্বাধীন ও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। অপরদিকে, জাবরিয়াদের আকিদা হলো বান্দা নিতান্তই বাধ্য ও জড়বস্তুর মত পরাধীন। কাদরিয়াদের আকিদা আল্লাহ উপর অক্ষমতার প্রশ্ন উত্থাপিত করে এবং জাবরিয়াদের আকিদা আল্লাহর উপর জুলুমের প্রশ্ন উত্থাপিত করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা উভয়ের মাঝামাঝি।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, জীবিত বান্দার সকল কার্যও আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, আমরা যত কাজ করি, তা সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থাতেই করি। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করেন।

مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ اِلَّا ہُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِہَا

❝ এমন কোন জীবজন্তু নাই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। ❞ (সূরা হুদ, আয়াত ৫৬)

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে বাধ্য করেন না কুফরী করতে আর না ঈমান আনতে।" (আল ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ৩৬)

বরং, আল্লাহ বান্দাকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও দিয়ে রেখেছেন। যা বান্দা তাঁর কর্মের সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োগ করে। এজন্য, বান্দার কাজকে তার অর্জন বলা হয়। আর এর কারণে আল্লাহ বান্দাকে তার মন্দ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি দেবেন।

لَہَا مَا کَسَبَتۡ وَ عَلَیۡہَا مَا اکۡتَسَبَتۡ

❝ সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই আর সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই। ❞ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৮৬)

তবে, বান্দার কাজ সম্পাদিত হতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা আল্লাহর নিকট থেকে আসে। বান্দা যখন তার কোনো কাজ সম্পাদিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আল্লাহও সেটি অস্তিত্বে নিয়ে আসেন। ফলে সেই কাজটি সৃষ্টি হয়ে যায়। কাজটি মন্দ হলে দোষ বান্দার, আল্লাহর নয়।

৩) এটা সঠিক যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন এবং যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। এজন্য, আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে গোমরাহি থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করা।

کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰہُ مَنۡ یَّشَآءُ وَیَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ

❝ এভাবেই, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। ❞ (সূরা আল মুদ্দাছ্ছির, আয়াত ৩১)

কিন্তু, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দার কোনো না কোনো দোষের কারণেই তিনি তাঁকে ইনসাফপূর্ণভাবে গোমরাহ করেন। আবার, বান্দার কোনো ভালো গুণের উপর সন্তুষ্ট হয়ে নিজ অনুগ্রহে তিনি তাকে হেদায়েত দেন।

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

❝ এরপর এরা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ এদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। ❞ (সূরা আস সাফ, আয়াত ৫)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

❝ আর যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। ❞ (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

অর্থাৎ, তিনি ভালো করেই জানেন কে হেদায়েতের উপযুক্ত এবং কে গোমরাহির উপযুক্ত। সুতরাং, যে যেটার উপযুক্ত তিনি তাকে সেটার দিকে নিয়ে যান। আর তাই, তিনি কাউকে গোমরাহ করলে সেটা তাঁর ইনসাফ। আবার তিনি চাইলে নিজের অনুগ্রহে কাউকে হেদায়েতও দিতে পারেন। সুতরাং, এসব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন, "তিনি আপন অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায়বিচার পূর্বক তাকে পথভ্রষ্ট এবং বিপদগ্রস্ত করে পরীক্ষায় ফেলেন।" (আকিদাতুত ত্বহাবী, পৃঃ ১৪, আকিদা নং ২৪)

সুতরাং, আল্লাহ সকল মাখলুকের কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। তবে, তিনি কারো উপর জুলুম করেন না।

⬛ আল্লাহ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত

আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ স্বাধীন। তিনি কোনো নিয়মে আবদ্ধ নন। তাঁর উপর কোনো কিছুই আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক নয়। তিনি যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা করেন না। কোনো কিছু করতে বা না করতে তিনি বাধ্য নন।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ؕ

❝ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। ❞ (সূরা আল বুরুজ, আয়াত ১৬)

اِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیۡدُ

❝ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। ❞ (সূরা হুদ, আয়াত ১০৭)

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং সবকিছুর মালিক। আর মালিক তো গোলামের কাছে বাধ্য থাকবে না। যেহেতু, আল্লাহর অধীনেই সবকিছু এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং, তাঁর উপর হুকুম চালাতে পারে এমন কিছুও নেই। আর সেজন্য তিনি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

وَلِلّٰہِ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ

❝ আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। ❞ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৯)

মুতাজিলাদের মতে, বান্দার জন্য কোনটা ভালো ও মঙ্গলজনক সেদিকে লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য; অন্যথায় তিনি কৃপণ সাব্যস্ত হবেন। এরূপ চিন্তা মুতাজিলাদের অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়িমূলক।

ইহকালে বান্দার জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক হচ্ছে হেদায়াত। আর হেদায়েত দেওয়া বা না দেওয়া এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ

❝ তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করতেন। ❞ (সূরা আল আনআম, আয়াত ১৪৯)

সুতরাং, বোঝা গেলো আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। তবে, তিনি সর্বদা ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার দিকে লক্ষ্য রাখেন। এটা স্রেফ তাঁর অনুগ্রহ, বাধ্যতা নয়।

⬛ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা

জ্ঞান, দৃষ্টি ও শ্রবণ মূলত আল্লাহর তিনটি আলাদা আলাদা গুণ। তবে, এগুলোর ব্যাখা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে তিনটিকে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন। তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি ও শ্রবণ সকল স্থান-কাল জুড়ে বিস্তৃত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের কোণায় কোণায় যা যা ছিল বা রয়েছে বা থাকবে তার সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে জ্ঞাত রয়েছেন। পাশাপাশি, কোনো স্থানে বা কালে দৃশ্য-অদৃশ্য এমন কিছুই নেই যা তিনি দেখেন না, শ্রাব্য-অশ্রাব্য এমন কিছুই নেই যা তিনি শোনেন না। কোনো

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর অগোচরে নেই। তিনি সর্বদা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।

قٰلَ رَبِّىۡ يَعۡلَمُ الۡقَوۡلَ فِى السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ‌ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ

❝ সে বলল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' ❞ (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৪১)

وَاللّٰهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَا‌ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌۢ بَصِيۡرٌ

❝ আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ❞ (সূরা আল মুজাদালাহ, আয়াত ১)

اِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ غَيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

❝ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন। ❞ (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৮)

يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ

❝ তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। ❞ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৫৫)

যিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানবেন না এটা হতেই পারে না। সৃষ্টির পক্ষে তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণের আয়ত্তের বাহিরে যাওয়ার মত ক্ষমতাও থাকা সম্ভব নয়। যদি আল্লাহকে সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা না বলা হয় তখন তাঁর উপর অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও বধিরত্ব আরোপিত হবে, যা ত্রুটি নির্দেশ করে। আর আল্লাহ তো সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র।

তবে, এটা মাথায় রাখা জরুরী যে আল্লাহর জ্ঞান, দৃষ্টি ও শ্রবণ এবং বান্দার জ্ঞান, দৃষ্টি ও শ্রবণ এক নয়। বোঝার সুবিধার্থে এখানে শুধু শাব্দিক মিল আছে, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টির কোনোপ্রকার সাদৃশ্য নেই।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, "তিনি জানেন, তবে আমাদের জানার মত নয়। তিনি শক্তি রাখেন, তবে আমাদের শক্তির মত নয়। তিনি দেখেন, তবে আমাদের দেখার মত নয়। তিনি শোনেন, তবে আমাদের শোনার মত নয়।" (আল-ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩৩)

দেখা, শোনা ও জানা— এগুলো একপ্রকার ক্ষমতা। মাখলুক এই ক্ষমতাগুলো লাভ করে চোখ, কান ও মস্তিষ্ক নামক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। কিন্তু, আল্লাহ তো এগুলো ছাড়াই সব দেখেন, শোনেন ও জানেন। সুতরাং, সাদৃশ্য আসার প্রশ্নই আসে না।

পাশাপাশি, মাখলুকের দেখা ত্রুটিপূর্ণ হয়। মাখলুক তখনই কোনো বস্তু দেখতে পায় যখন সেই বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে মাখলুকের চোখ পর্যন্ত পৌছায়। সেই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি ৩৮০-৭৮০ ন্যানোমিটারের মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা আবার সেটা দেখতে পাই না।

মাখলুকের শোনা ত্রুটিপূর্ণ হয়। মাখলুক তখনই কোনোকিছু শুনতে পায় যখন বস্তুর কম্পন থেকে সৃষ্ট শব্দ কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে মাখলুকের কান পর্যন্ত পৌছায়। সেই শব্দের কম্পাঙ্ক যদি ২০-২০,০০০ হার্জের মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা আবার সেটা শুনতে পাই না।

মাখলুকের জানাও ত্রুটিপূর্ণ হয়। মাখলুক তখনই কোনো কিছু জানতে পারে যখন কোনো মাধ্যম দ্বারা তার কাছে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

সব তথ্য আবার আমরা মনে রাখতে পারি না। কিছুদিন পরেই আমরা আবার সেগুলো ভুলে যাই।

অপরদিকে আল্লাহর দেখা, শোনা ও জানা যাবতীয় ত্রুটি ও মুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্ত। মাখলুক কতটুকু শুনতে পারে, কতটুকু দেখতে পারে — তার একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি ও শ্রবণের কোনো সীমারেখা নেই। মাখলুকের জ্ঞানের মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। তাছাড়া, মাখলুকের গুণাবলীতে ধরণ আছে, কিন্তু আল্লাহর গুণাবলীতে ধরণ নেই।

সুতরাং, মুজাসসিমাদের মত আল্লাহর দৃষ্টি, শ্রবণ ও জ্ঞানকে সৃষ্টির নশ্বর বৈশিষ্ট্যগুলোর মত ভাবা গোমরাহি; আবার জাহমিয়াদের মত এগুলো অস্বীকার করাও গোমরাহি।

⬛ আল্লাহ কথা বলেন

আল্লাহ কথা বলার ক্ষমতা রাখেন। তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। কুরআন তাঁর বাণী, যা তিনি আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। এছাড়াও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের সাথে কথা বলবেন।

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

❝ আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। ❞ (সূরা আন নিসা, আয়াত ১৬৪)

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

❝ মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। ❞ (সূরা আত তাওবাহ, আয়াত ৬)

سَلٰمٌ ۟ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِیۡمٍ

❝ করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম। ❞ (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৫৮)

যে সত্তা সর্ববিষয়ে সক্ষম তিনি অবশ্যই কথাও বলতে পারবেন। নিজের বান্দাদের সাথে কথা বলা তাঁর কাছে অসম্ভব কিছু নয়। যদি বলা হয় তিনি কথা বলেন না তাহলে তাঁর উপর 'মূকতা' আরোপিত হবে, যা একপ্রকার ত্রুটি। আর আল্লাহ তো যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত।

তবে, এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। মুশাব্বিহা ফেরকা আল্লাহর কথা ও বান্দার কথাকে একইরকম মনে করে। এজন্য, তাঁরা আল্লাহর সত্তাগত কথার সাথে বাগযন্ত্র, ধ্বনি ও অক্ষর যুক্ত করে। অপরদিকে, মুতাজিলা ফেরকা আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কথাকে অস্বীকার করে। এজন্য, তারা কুরআনকে সৃষ্ট ও নশ্বর বলে থাকে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কথা তাঁর অন্যান্য সিফাতের মতই অসৃষ্ট ও অবিনশ্বর। কথা বলতে তাঁর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া, তাঁর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কথায় কোনো অক্ষর বা ধ্বনিও নেই। কেননা, অক্ষর ও ধ্বনি অস্থায়ী মাখলুক।

وَمِنۡ اٰیٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِكُمۡ وَاَلۡوَانِكُمۡ

❝ আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ❞ (সূরা আর রুম, আয়াত ২২)

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, "তিনি কথা বলেন তবে আমাদের কথা বলার মত নয়। কেননা আমরা তো কথা বলি উপকরণ ও বর্ণের সাহায্যে আর আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন উপকরণ ও বর্ণ ছাড়া। বর্ণসমূহ সৃষ্ট আর আল্লাহ্ তা'আলার কথা সৃষ্ট নয়।" (আল ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩৩)

ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা কথা বলেন, যেভাবে তিনি চান; অভ্যন্তর, মুখ, দুই ঠোঁট এবং জিহ্বা দ্বারা কথা বলা ছাড়াই।" (আরাদ্দু আলায যানাদিকা ওয়ায যাহমিয়া, পৃঃ ৮৯)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন, "আর (কথা) আল্লাহর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনাদি একটি সিফাত, যা অক্ষর ও স্বর নয়।" (আল-ইকতিসাদ, পৃঃ ২৫৭)

আল্লাহর কথা গাইরে মাখলুক। কিন্তু, মানুষের সামনে ধ্বনি বা অক্ষরের সমন্বয়ে তাঁর কথার প্রকাশটা মাখলুক। কুরআন আল্লাহর কথা, যেটাকে আল্লাহ আরবি ভাষার পোশাক পরিয়ে আমাদের কাছে নাযিল করেছেন।

اِنَّا جَعَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ

❝ আমি একে করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝ। ❞ (সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত ৩)

সুতরাং, কুরআন প্রকাশে ব্যবহৃত হওয়া মানুষের উচ্চারিত ধ্বনি বা লিখিত আরবি অক্ষর সৃষ্ট ও নশ্বর। কিন্তু, মূল কুরআন, যেটা আল্লাহর সত্তাগত কথা, সেটা অসৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, "আল-কুরআনে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট, তাতে আমাদের লিখন সৃষ্ট, আমাদের পঠন সৃষ্ট। কিন্তু, আল কুরআন সৃষ্ট নয়।" (আল ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৩২)

একইভাবে, যে কাগজে কুরআন লেখা হয়, যে কালি ব্যবহার করে লেখা হয়, যে সফটওয়্যারে তা রাখা হয় — এগুলো সবই মাখলুক। কিন্তু কুরআন, যা আল্লাহর কথা, তা মাখলুক নয়।

⬛ আল্লাহকে দেখা যাবে

কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এটা অনস্বীকার্য যে, পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এটা বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

❝ তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ❞ (সূরা আল ক্বিয়ামাহ, আয়াত ২৩)

নবিজী ﷺ ইরশাদ করেন, "মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে তোমাদের কি কোনো সন্দেহ আছে?"

সাহাবিরা বললেন, "না।"

নবিজী ﷺ বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহকেও তেমনিভাবে দেখতে পাবে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮০৬)

মূলত, আখিরাতে আল্লাহকে দর্শন করা হবে মুমিনদের জন্য এক মহাপুরষ্কার। যে মুমিন বান্দা সারাজীবন তাঁর রবকে না দেখেও ভয়

করে এসেছে, তাঁকে ভালোবেসে এসেছে এবং তাঁর আনুগত্য করে এসেছে; তার মনের ভিতরে নিজের রবকে দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। আর আল্লাহ যেহেতু দয়ালু, তাই তিনি বান্দার সেই ইচ্ছা পূরণ করে তাকে ধন্য করবেন। এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার সাথে সাক্ষাতের মত এত বড় পুরস্কার আর কিছুই হতে পারে না!

এখন পূর্বের আলোচনা থেকে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হতে পারে। আমরা জানি, আল্লাহর কোনো আকার, আকৃতি, ধরণ নেই। তাহলে তাঁকে কিভাবে দেখা যাবে? এসব প্রশ্নকে সামনে রেখে জাহমিয়ারা আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকারই করে ফেলেছে।

এর উত্তর হিসেবে আমরা বলব, আল্লাহকে কোনো ধরণ ও আকার-আকৃতি ছাড়াই দেখা যাবে। কিভাবে? তা আমাদের সামান্য জ্ঞান দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। তবে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি নিজের ক্ষমতাবলে আমাদের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন যে আমরা তাঁকে দেখতে সক্ষম হব। অর্থাৎ, যদি পরিবর্তন হয় সেটা আমাদের মাঝে হবে, তিনি অপরিবর্তনীয়ই থাকবেন। তিনি সাকার বা স্থানবিশিষ্ট হন না এবং কখনো হবেনও না।

ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলাকে আখিরাতে দেখা যাবে, মুমিনরা তাকে জান্নাতে নিজ চক্ষু দিয়ে দেখবেন সাদৃশ্য ও ধরণ ব্যতিতই। আর সেসময় আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোন দূরুত্ব থাকবেনা।" (আল ফিকহুল আকবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৪১)

ইমাম ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন, "এটা সত্য যে, জান্নাতীরা আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পাবে। তবে কোনো বেষ্টনী (সীমা, পরিধী, দূরত্ব) ও ধরণ ছাড়াই।" (আকিদাতুত ত্বহাবী, পৃঃ ১৯, আকিদা নং ৩৫)

ইমামুল হুদা আবু মনসুর মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেন, "যদি বলা হয়, আল্লাহকে কিভাবে দেখা যাবে; তবে উত্তর হবে, কোনো ধরণ ছাড়াই। কেননা, ধরণ আকৃতিবিশিষ্ট হয়। বরং, আল্লাহকে দাঁড়ানো, বসা, হেলান দেওয়া, ঝুলে থাকা, লেগে থাকা কিংবা পৃথক হওয়ার (মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ) কোনো গূণেই দেখা যাবেনা।" (কিতাবুল তাওহীদ, মাতুরিদী, পৃষ্ঠা ৮৫)

সুতরাং, আল্লাহকে তাঁর শান অনুযায়ী দেখা যাবে, কোনো প্রকার ত্রিমাত্রিক আকার-আকৃতি ও ধরণ ছাড়াই। তাছাড়া, আল্লাহকে শুধু বাহ্যিকভাবে দেখাই সম্ভব হবে, তাঁর অসীমতাকে দৃষ্টি দ্বারা পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভব হবে না। কেননা, তিনি দৃষ্টির আয়ত্তের বাইরে।

আল্লাহর দর্শন সত্য। একে বিশ্বাস করতে হবে। তবে, এ নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করলে চলবে না। কেননা, মানুষের জ্ঞানের সীমা আছে। অনেক কিছুই মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়।